আমাদের সময়

তারিখ 26 JUL 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

তদন্ত রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে রংপুর নার্সিং কলেজে শিক্ষার্থীদের তালা

রংপুর প্রতিনিধি •

অনিয়মের অভিযোগে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রত্যাখান এবং দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের অপসারণের দাবিতে গতকাল শনিবার রংপুর নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীরা কলেজে তালা দিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। সেই সঙ্গে তারা অনশন মানববন্ধনসহ আলটিমেটামও দিয়েছে।

জানা গেছে, নিয়মবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন খাত দেখিয়ে রশিদ ছাড়া অতিরিক্ত ফি আদায়, টাকা না দিলে শিক্ষার্থীদের ফেল করে দেওয়া, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা এবং শিক্ষার্থীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনিয়মের কারণে নার্সিং কলেজের কয়েকজন শিক্ষকের অপসারণের দাবিতে ঈদের আগে বিক্ষোভ সমাবেশসহ নানা কর্মসূচি পালন করে শিক্ষার্থীরা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহী নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ সাদিকা বেগমকে প্রধান করে সেবা অধিদপ্তর ঢাকা থেকে গঠন করা হয় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি। ওই কমিটি গত ২৫ জুন রংপুরে এসে তদন্ত করে যায়।

তদন্ত শেষে তদন্ত কমিটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় সেবা অধিদপ্তরের পরিচালক, ঢাকা নীলুফার ফরহাদের কাছে ২১ জুলাই। রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে রংপুর নার্সিং কলেজের শিক্ষক একরামুল হক রিংকুকে রংপুর মেডিক্যালে ও সর্দার আবুল কাশেমকে কুড়িগ্রাম নার্সিং কলেজে এবং গাড়িচালক আইয়ুব আলীকে রাজবাড়ী নার্সিং কলেজে বদলি করা হয় এবং নার্সিং কলেজের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে রংপুর নার্সিং কলেজের ৬ শিক্ষার্থী শাহ মোস্তফা মনোয়ার, সুমি আক্তার, লাভলী ইয়াসমিন লিমা, চিত্রা রায়, রাকিবুল ইসলাম ও শিহাব হোসেনকে ডেপুটিশনে রাজশাহী নার্সিং কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয় বলে জানান রংপুর নার্সিং কলেজে অধ্যক্ষ।

গতকাল শনিবার এ রিপোর্ট জানাজানি হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা রংপুর নার্সিং কলেজের সব কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এরপর তারা নার্সিং কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সমাবেশে বলা হয় যে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাখান করতে হবে। তাদের ৬ জনের বিরুদ্ধে ডেপুটিশনের যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাও বাতিল করতে হবে।

এছাড়া অন্যান্য যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তাও মনগড়া। তাই আগের তদন্ত কমিটি বাতিল করে নতুন করে তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত করতে হবে। আজ ২৬ জুলাই রোববার ক্যাম্পাসে মানববন্ধন ও সমাবেশ, ২৭ জুলাই সংবাদ সম্মেলন এবং ২৯ জুলাই আমরণ অনশন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সুমি আক্তার, মোস্তফা মনোয়ার, রাকিবুল ইসলাম, শিহাব প্রমুখ।

রংপুর নার্সি কলেজের অধ্যক্ষ লুতফুন নেসা জানান, রাজশাহী নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ সাদিকা বেগমকে প্রধান করে সেবা অধিদপ্তর ঢাকা থেকে গঠন করা তিন সদস্যের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেছে। রিপোর্টে দুই শিক্ষক এবং একজন গাড়িচালককে বদলি এবং ৬ শিক্ষার্থীকে রাজশাহী নার্সিং কলেজে ডেপুটিশনে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে।